বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যাসাগরঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড পৌরুষ। বিদ্যাসাগর কখনও অন্যায় ও অসত্যকে মেনে নেননি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং সংস্কৃত কলেজের দুয়ার অব্রাহ্মণদের কাছে উন্মুক্ত করে দেন ও ছাত্রদের জন্য পশ্চিমি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। বাংলা ভার্নাকুলার শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে তাঁর অবদান কম নয়। এই কাজে বাংলার সেই সময়ের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মিঃ হ্যালিডের সাথে বিদ্যাসাগরের সুমধুর সম্পর্ক ও বাংলার প্রথম ডি.পি.আই. মিঃ ইয়ং-এর সাথে তাঁর কঠিন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সাথে দেখা যায় শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অদম্য শক্তি ও জেদ। যার ফলেই তিনি বাংলায় প্রায় ২৫ টি বালক স্কুল ও ৩৫ টি বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। বহুগুণ সম্পন্ন বিদ্যাসাগর একাধারে ছিলেন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক, দার্শনিক ইত্যাদি। তাঁর এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে গবেষকদের মধ্যে। এই প্রবন্ধে রয়েছে বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

সূচক শব্দঃ পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, শিক্ষা, শিক্ষক।

লেখক

মোকসেদ আলী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কুশমণ্ডি সরকারি মহাবিদ্যালয়, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
malihist14@gmail.com

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

মূল প্রবন্ধ

উনিশ শতকের বাংলার একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া শিখে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। বাংলার রেনেসাঁসে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় অবদান হল শিক্ষাগুরু হিসাবে। তিনি ভালো মতই বুঝেছিলেন আধুনিক হতে হলে শিক্ষিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলার প্রথম 'শিক্ষাগুরু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[১]

সেই সময়ে একজন ভারতীয় হিসাবে বিদ্যালয় পরিদর্শক হওয়া সহজ ছিল না। কারণ বিদেশী ইংরেজ শাসকরা একজন ভারতীয়কে প্রশাসকের ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত ছিলনা। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও কাজটি কঠিন ছিল। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ গোটা বাংলায় পরীক্ষামূলকভাবে ১০০ টি বাংলা স্কুল স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। এই কাজে বিদ্যাসাগর তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তবে দুঃখের বিষয় এর মধ্যে মাত্র ৩৩ টি স্কুল স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৫০ সালে একজন শিক্ষক হিসাবে বিদ্যাসাগর কাউন্সিল অব এডুকেশনের কাছে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পেশ করেন, যেখানে তিনি সরকারের কাছে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে মত দেন। ৭-ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৪ সালে বিদ্যাসাগর একটি রিপোর্ট *"Notes on Vernacular Education"* পাঠান তৎকালীন শিক্ষা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জে হ্যালিডের কাছে। মিঃ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন করে তার সঙ্গে নিজস্ব একটি প্রস্তাব জুড়ে দিয়ে তা বাংলা সরকারের সচিবকে প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, স্কুল সংখ্যা, শিক্ষকের অনুপাত, স্কুল পরিদর্শন পদ্ধতি, শিক্ষক-শিখন স্কুল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শুধু পড়তে লিখতে শিখলেই হবে না, সাথে সাথে ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী, পাটিগণিত, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, প্রভৃতি বিষয়েও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি প্রথমে চারটি জেলায় ২৫ টি ভার্ণাকুলার স্কুল খোলার কথা বলেন; যার প্রতিটিতে থাকবে একজন প্রাধান পণ্ডিত ও একজন সহকারী শিক্ষক। তাদের মাসিক বেতন হবে যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ২০-৩০ টাকা। স্কুলগুলি খুলতে হবে এমন জায়গায় যেখানে কোন ইংরেজী স্কুল নেই। স্কুলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবেন এইসব ভার্ণাকুলার স্কুলের প্রধান পরিদর্শক। তিনি শুধু কিছুটা ভ্রমণ ভাতা পাবেন কারণ তাকে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা, সেগুলি পোঁছানো, এমনকি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে- তার জন্য কিছু খরচ হবে। এছাড়া প্রধান পরিদর্শককে সাহায্য করার জন্য দু'জন সহকারী পরিদর্শক থাকবেন, যাদের বেতন হবে মাসিক ১৫০ টাকা এবং তাঁরা মূলত স্কুল পরিদর্শন করবেন, পাঠদানের পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতির মূল্যায়ন করবেন। আর একজন পরিদর্শক থাকবেন, যিনি প্রধান পরিদর্শক তথা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে সাহায্য করবেন পাঠ্যপুস্তক তৈরি করতে, শিক্ষক প্রশিক্ষণে এবং অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাবেন। বিদ্যাসাগর ভার্ণাকুলার স্কুল ছাড়াও মিশনারী স্কুল গুলিও পরিদর্শনের আওতায় আনার কথা বলেন এবং কোন সহৃদয় ব্যাক্তি নতুন স্কুল খুলতে চাইলে পরিদর্শকের সাথে আলোচনা করে সেকাজটি করবেন। যাইহোক, ইতিমধ্যে মিঃ হ্যালিডে ১-লা মে ১৮৫৪ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হন। তিনি বিদ্যাসাগরের রিপোর্টটি শিক্ষা কাউন্সিলের মঞ্জুরির সাথে ভারত সরকারের সচিবের কাছে প্রেরণ করেন ১৬-ই নভেম্বর ১৮৫৪ সালে। ভারত সরকারের মঞ্জুরি আসার পূর্বেই তিনি বিদ্যাসাগরকে মৌখিক অনুমতি দিয়ে দেন বাংলা, বিহারে ২৫ টি ভার্ণাকুলার স্কুল খোলার ও পরিদর্শনের। কারণ তিনি বিদ্যাসাগরের সাথে সহমত ছিলেন সব ব্যাপারে।

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

শিক্ষা কাউন্সিলের মিটিং-এ মিঃ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে পরিদর্শকরূপে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ভার্নাকুলার শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হলে তা কোন ইউরোপিয়ান পরিদর্শককে দিয়ে হবে না; এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মত দৃঢ়চেতা বিজ্ঞ মানুষকেই দরকার। বলাবাহুল্য, মিটিং-এ বেশিরভাগ সদস্য বিদ্যাসাগরের নাম সমর্থন করে নি। তবুও শেষ পর্যন্ত মিঃ হ্যালিডের উদ্যোগে বিদ্যাসাগরকে প্রধান পরিদর্শক রূপে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিদ্যাসাগর না চাইলেও তার ভ্রমণ ভাতা সহ মাসিক বেতন ২০০ টাকা নির্ধারন করা হয়। মৌখিক অনুমতি পাওয়ার পরই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের গরমের ছুটিতে ২৫ টি স্কুলের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পরিদর্শনে বের হন। ১৮৫৪ সালের ২১শে মে থেকে ১১-ই জুন পর্যন্ত তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদিয়া ও মেদিনীপুরের অসংখ্য জায়গা পরিদর্শন করে সম্ভাব্য ২৫টি গ্রাম নির্বাচন করেন। বাংলা সরকারের সচিবের এইচ সি জেমসের কাছে তিনি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পাঠান ৩-রা জুলাই ১৮৫৪ সালে এবং সাথে পাঠান প্রায় ৫১ টাকার একটি ভ্রমণ ভাতার হিসেব। স্কুলের স্থানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কয়েকটি বিষয় খেয়াল রেখেছিলেন যেমন, তার আশেপাশে কোন ইংরেজী স্কুল নেই; এলাকার জ্ঞানী, বিত্তবান লোকেরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং কেউ জমি দেওয়ার বা কেউ স্কুল ঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[২]এখানে বলে রাখা দরকার যে, বিদ্যাসাগর প্রধান পরিদর্শক হওয়াতে সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে খুশি হয়েছিল এবং তারা এগিয়ে এসেছিল এই মহৎ কাজে হাত লাগাতে।[৩]

১৯শে জুলাই ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষানীতি তথা ডেসপ্যাচ পাশ হলে সরকারি শিক্ষানীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। উডের ডেসপ্যাচে স্থানীয় মানুষের সমর্থনে ও সরকারি অনুদানে বেশি করে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা বলা হয়। এই ডেসপ্যাচে শিক্ষা কাউন্সিল তুলে দিয়ে একটি পৃথক জনশিক্ষা দপ্তরের কথা বলা হয়েছিলো যার প্রধান থাকবেন একজন ডি.পি.আই.। মিঃ গর্ডন ইয়ং হন প্রথম ডি.পি.আই. ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে। ১৩-ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ সালে মিঃ হ্যালিডের শিক্ষা প্রস্তাব গভর্নর-জেনারেল পাশ করে দেন। কিন্তু সেই শিক্ষানীতি অনুযায়ী পরিদর্শন ব্যবস্থায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নতুন শিক্ষানীতি তথা উডের ডেসপ্যাচ। অনুদান আগের মতই চলতে থাকে, কিন্তু পরিদর্শন আর আগের মত সম্ভব ছিল না; *"The terms of the Court's Despatch will not allow of his (Vidyasagar's) being made a superintendent of Vernacular Education-the function of such an office, having now to be performed by the Director and by the Inspectors whom it is intended to employ"* [৪]- তবে ভার্নাকুলার স্কুলগুলি পরিদর্শনে বিদ্যাসাগরকে বারণও করা হয়নি। তবে বলা হয়, কলেজের অধ্যক্ষের কাজের ক্ষতি না করে তিনি চাইলে স্কুল পরিদর্শন করতে পারেন। ব্যাপারটি পুরোপুরি ঐচ্ছিক। এই সিদ্ধান্তে মিঃ হ্যালিডে ও বিদ্যাসাগর-দুজনের কেউই খুশি হতে পারেননি। মিঃ হ্যালিডে মনে করতেন বিদ্যাসাগর ছাড়া ভার্নাকুলার শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা কেউ সফল করতে পারবেন না। তাই তিনি ডি.পি.আই. মিঃ ইয়ংকে অনুরোধ করেন বিদ্যাসাগরকে জনশিক্ষা দপ্তরের কোন পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদে রাখতে। কারণ একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ভার্নাকুলার স্কুলগুলির ঠিকঠাক পরিদর্শন করা। কিন্তু মিঃ ইয়ং মাত্র এক বা দুইমাসের জন্য সাময়িকভাবে বিদ্যাসাগরকে পরিদর্শক রূপে রাখতে রাজি হলেন, যতদিন না সেই পদে কোন ইউরোপিয়ান যোগ দেন। এতে মিঃ হ্যালিডে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, কারণ তিনি জানেন বিদ্যাসাগরের মত এমন উদ্যমী, বিজ্ঞ, নীতিবান মানুষ এমন অপমানকর কাজে যোগ দেবেন না। তাঁকে স্থায়ীভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দিলে তিনি কখনই তাতে রাজি হবেন না। তাই মিঃ হ্যালিডে এবার একটু নির্দেশের স্বরে চিঠি পাঠালেন *"I do not see why Iswarchandra*

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

should not under the name of officiating Sub-Inspector, and with the salary sanctioned by the Supreme Government, be directed to carry into effect in the three or four zilas mentioned in my plan of the scheme of Vernacular instruction" [৫]. আসলে মিঃ হ্যালিডে চেয়েছিলেন বাংলার ভার্নাকুলার স্কুলগুলির পরিদর্শনের ভার থাকুক বিদ্যাসাগরের হাতেই আর বিহারের স্কুলগুলি কোন ইউরোপীয় পরিদর্শকের দায়িত্বে থাকলেও কোন সমস্যা নেই। কারণ সেই সময় তিনি বিহারের ক্ষেত্রে কোন বিকল্প বিদ্যাসাগর দেখতে পাননি। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ডি.পি.আই. মিঃ ইয়ং একরকম বাধ্য হয়েই মিঃ হ্যালিডের নির্দেশে বিদ্যাসাগরের সাথে আলোচনায় বসেন ২০ শে এপ্রিল, ১৮৫৫ সালে এবং দীর্ঘ আলোচনার পর বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবঙ্গের সহকারী পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁর বেতন ঠিক হয় আগের মতই মাসিক ২০০ টাকা।

১-লা মে ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর সহকারী পরিদর্শকরূপে কাজে যোগ দেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চারজন অতিরিক্ত অবর-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তারা হলেন হরিনাথ ব্যানার্জী, মাধব চন্দ্র গোস্বামী, তারকনাথ ভট্টাচার্য এবং দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বেতন ধার্য করা হয় মাসিক ১০০ টাকা করে এবং সেই সঙ্গে আলাদা ভ্রমণভাতা ছিল। কাজে যোগ দেওয়ার পরই বিদ্যাসাগর তাঁদের নির্দেশ দেন নির্দিষ্ট ২৫ টি স্কুলের জায়গাগুলি পরিদর্শন করতে।[৬] এরপর তিনি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেন। প্রায় ২০০ জন প্রার্থী ছিল; তাদের মধ্যে ৯২ জনকে শিক্ষক হিসাবে বেছে নেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু এইসব শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পড়ানোর কৌশল নিয়ে বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন শিক্ষক-শিখনের জন্য নরমাল স্কুল চালু করতে। এদের জন্যই সংস্কৃত কলেজের ক্যাম্পাসেই ৬-ই জুলাই ১৮৫৫ সালে একটি নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁকে এই স্কুলের প্রাশসকের দায়িত্ব দেওয়া এবং তাঁরই অনুরোধে এই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার করা হয় বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তকে।[৭] পরবর্তীতে আরো দু'জন হেডমাস্টার হন যথাক্রমে রামকমল ভট্টাচার্য ও মধুসূদন বাচস্পতি। ২২শে আগস্ট ১৮৫৫ থেকে ১৪-ই জানুয়ারী ১৮৫৬- এই পাঁচ মাস সময়কালে বিদ্যাসাগর ২০ টি ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। নদিয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর- প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্কুলের ঘর তৈরি করে দেন এলাকার ধনী, জ্ঞানী মানুষজন। ডি.পি.আই. প্রতিটি স্কুলের জন্য মাসিক ৫০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন এবং প্রথম ছয় মাস টিউশন ফি মকুব করে দেন। এই ২০ টি স্কুলের তালিকা হল নিম্নরূপঃ[৮]

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ২০ টি বাংলা স্কুলের তালিকা*

জেলা	গ্রামের নাম	স্কুল সূচনার তারিখ
মেদিনীপুর	গোপালনগর	১-লা অক্টোবর, ১৮৫৫
	বাসুদেবপুর	১-লা অক্টোবর, ১৮৫৫
	মালঞ্চা	১-লা নভেম্বর, ১৮৫৫
	প্রতাপপুর	১৭ -ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫
	যাকপুর	১৪-ই জানুয়ারি, ১৮৫৬
বর্ধমান	আমাদপুর	২৬ শে আগষ্ট,১৮৫৫
	জওগং	২৭ শে আগষ্ট,১৮৫৫
	খানঘোসী	১-লা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	মানকর	৩-রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	দৈনহাট	২৯ শে অক্টোবর, ১৮৫৫
হুগলী	হারাপে	২৮ শে আগষ্ট,১৮৫৫
	সাইখালা	১৩-ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	কৃষ্ণনগর	২৮-শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	কামারপুকুর	২৮-শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	খিরপাই	১-লা নভেম্বর, ১৮৫৫
নদীয়া	বেলগড়িয়া	২২ শে আগষ্ট,১৮৫৫
	মহেশপুর	১-লা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	ভজনঘাট	৪-ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	কুশদহ	১১-ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
	দেবগ্রাম	১২-ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

১৮৫৬ সালের জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির ওপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলগুলিতে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল দেখার মত। মোট ২৭৩৮ জন পড়াশোনা করতে এসেছিল এবং তারা বেশ ধৈর্য্য ও উৎসাহ নিয়ে লেখাপড়া শিখত। আশেপাশের বয়স্ক লোকেরা স্কুলে এসে ছাত্রদের সাথে সময় কাটাতো এবং তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনাতো। এককথায়, বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা উক্ত এলাকায় বেশ আলোড়ন ফেলেছিল এবং ভার্নাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এলাকাবাসীর কাছে নিয়মিত সাহায্য পাওয়া যেত।[৯]

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিদ্যাসাগর বেশ উৎসাহী ছিলেন। তিনি সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তকের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে অনেক বই লিখেছেন যেমন 'বর্ণপরিচয়', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ', কিছু বই অনুবাদ করেছেন যেমন 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি ও ছাত্রদের উপযোগী কিছু পুস্তক সম্পাদনা করেছেন যেমন 'বাংলার ইতিহাস' প্রভৃতি এবং সেগুলি বিনামূল্যে বা সল্পমূল্যে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।[১০] তবুও স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব বজায় ছিল। পুস্তকের মূল্য দেওয়ার মত ক্ষমতা অনেক ছাত্রের ছিল না এবং সরকারি ভাবে সকলকে সব পুস্তক দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

১৮৫৬ সালের জুলাই মাস থেকে বর্ধমানের স্কুলগুলি ও হুগলীর দুটি স্কুল থেকে টিউশন ফি নেওয়া শুরু হয়েছিল।[১১] যাইহোক, স্কুল গুলি শুরু হওয়ার ১৮ মাস পর বিদ্যাসাগর একটি রিপোর্ট পেশ করেন যেখানে তিনি ছাত্রদের পড়াশোনার মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ছাত্ররা খুব মন দিয়ে ভালোমত বর্ণপরিচয়, ঋজুপাঠ, কথামালা, নীতিসার, বোধোদয়, চরিত্রাবলী, নীতিবোধ, ভূগোল বিবরণ, বাংলার ইতিহাস, পাটিগণিত, জীবনচরিত প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকগুলি আত্মস্থ করতো। স্কুলগুলিতে ক্রমাগত ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষকের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই বিদ্যাসাগর ডি.পি.আই. এর কাছে আবেদন করেন অতিরিক্ত দু'জন শিক্ষক নিয়োগ কররার জন্য। তৃতীয় জনের বেতন হবে মাসিক ১৬ টাকা এবং চতুর্থ জনের বেতন হবে মাসিক ১২ টাকা। কিন্তু ডি.পি.আই. ভার্নাকুলার শিক্ষাখাতে খরচ বাড়ানোর পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দেন, এই অতিরিক্ত খরচ স্কুলের টিউশন ফি থেকে ব্যবস্থা করে নিতে। কিন্তু বিদ্যাসাগর পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন এটা কখনোই সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত সরকার অতিরিক্ত ৯০ টাকা বৃদ্ধি করে; যা ছিল প্রয়োজনের অর্ধেক মাত্র। এটা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাকিটা স্কুল ফি থেকে জোগাড় করে নিতে। ভার্নাকুলার শিক্ষা খাতে সরকারের এই কার্পণ্য জনগণ ভালো চোখে নেন নি। সম্বাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় পাতায় ডি.পি.আই. এর এই নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং গ্রামীণ শিক্ষকদের বেতনক্রম নিম্নমানের বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।[১২] এখানে বলে রাখা জরুরি যে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডি.পি.আই. মিঃ ইয়ং এর সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। তাই তিনি সব সময় বিদ্যাসাগরের কাজে বাঁধার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরও ছেড়ে দেওয়ার লোক ছিলেন না।

১৮৫৭ সালে বিদাসাগরের পরিদর্শকরূপে কিছুটা ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে সহকারী স্কুল পরিদর্শক থেকে বিশেষ স্কুল পরিদর্শক করে দেওয়া হয়। এতে ভার্নাকুলার শিক্ষার গতি কিছুটা কমে যায়। এছাড়া, ছিল শিক্ষিত বেকারত্বের সম্ভাবনা। কারণ, সেসময়, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কোন না কোন কাজ সহজে পাওয়া যেত। কিন্তু বাংলা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের ছেলেমেয়েদের ভার্নাকুলার স্কুলে পাঠানোর পক্ষপাতি ছিলেন না। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও বিদ্যাসাগর সরকারকে বলে দেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন এইসকল স্কুল থেকে পাশ করা ছাত্রদের যেন রাজস্ব বা বিচার বিভাগের ছোট ছোট পদে নিযুক্ত করা হয় ও পদোন্নতি দেওয়া হয়।[১৩] কারণ তারা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন। ইংরেজী স্কুল থেকে পাশ হওয়া ছেলেদের থেকে তাদের কোনভাবে কম ভাবলে হবে না। ১৮৫৭-৫৮ সালে প্রায় তিন বছর পর বিদ্যাসাগর যখন একটি রিপোর্ট পেশ করেন সেখানে তিনি এই স্কুলের ছেলেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অগ্রগতি দেখে খুশি হয়েছিলেন। ভার্নাকুলার স্কুলের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহ ছিল তা দূর হয়েছিল। সরকারের প্রতি জনগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল এবং তারা এই শিক্ষাকে আশীর্বাদ স্বরূপ দেখতে শুরু করেছিল। এই রিপোর্টে বিদ্যাসাগর আর একটি প্রস্তাব দেন সরকারকে। ইংরেজী স্কুলে যে চার টাকা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, তা যেন ভার্নাকুলার স্কুলগুলিতেও চালু করা হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই বৃত্তির ব্যবস্থা করলে গ্রামাঞ্চলের অনেক ছাত্রের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি সরকার যে বাংলা ও ইংরেজী-দুটো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে, এটা জনগণের কাছে প্রতিভাত হবে।[১৪]

e-ISBN: 978-93-7020-770-7

ভার্নাকুলার মডেল স্কুলগুলি সফলতার সাথে পরিচালনার পর বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার দিকে নজর দেন। ১৮৫৭ সালে মিঃ হ্যালিডের সাথে নারী শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বর্ধমানের জওগং গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিস্তারিত বিবরণ সহ মোট ৪৭ টাকা অনুমোদনের জন্য একটি আবেদন পাঠান ডি.পি.আই. এর কাছে। প্রধান শিক্ষক ২৫ টাকা, সহকারী শিক্ষক ১৫ টাকা, কাজের মাসি ২ টাকা, অন্যান্য খরচ ৫ টাকা-মোট ৪৭ টাকা মাসিক প্রয়োজন ছিল। ডি.পি.আই. সহকারী শিক্ষককে পরিকল্পনা থেকে বাদ দিয়ে মোট ৩২ টাকা অনুমোদন করেন। বালিকা বিদ্যালয়টির সফলতায় খুশি হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী হুগলী, বর্ধমান, নদিয়া ও মেদিনীপুর জেলায় মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৫] এইসব বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ১৩০০ জন ছাত্রী পড়াশুনা শুরু করেছিল। বিদ্যাসাগর এইসকল বালিকা বিদ্যালয়ের খরচের জন্য মোট মাসিক ৮৪৫ টাকা অনুদানের আবেদন করেন ডি. পি. আই. এর কাছে।[১৬] কিন্তু এই বিশাল পরিমাণ টাকা ডি.পি.আই. নিজে অনুমোদন না করে বাংলার সরকারের কাছে পাঠান এবং বাংলার সরকার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মিঃ হ্যালিডে আবেদনটি নিজে পাশ না করে ১৩-ই এপ্রিল ১৮৫৮ সালে বিবেচনার জন্য ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন কারণে, পরিকল্পনাটি সফল হয়নি। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় মহাবিদ্রোহ, কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাস, প্রশাসনিক হাত বদল; এমনকি ব্রিটিশ সরকারও বিদ্যাসাগরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। যখন ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার সেই নতুন স্কুলগুলিকে এই সামান্য অনুদান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, অজুহাত দেওয়া হয় যে, মিঃ হ্যালিডে পূর্বে এর অনুমতি নেননি। [১৭] তখন বিদ্যাসাগর নিজের টাকায় সেই স্কুলগুলি চালিয়ে নিয়ে যান। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মিঃ ইয়ং এর সাথে মতপার্থক্যে বিদ্যাসাগর পরিদর্শকের কাজ ছেড়ে দেন। ৫০০ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি অতি সহজে ছেড়ে দেন শুধুমাত্র আত্মসম্মানের জন্য।[১৮]

পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগরের মধ্যে একটি বিশেষ চারিত্রিক দিক প্রকাশ পায়, তিনি যখনই রাস্তায় কোন মুমূর্ষু রোগী বা দরিদ্র মানুষ দেখতেন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। গাড়ি থেকে নেমে সেই রোগীকে নিকটস্থ হসপিটাল বা কোন আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দিতেন। তাকে নানারকম সেবা ও প্রয়োজন মত টাকা দিতেন নিজের পকেট থেকে। এইজন্য বিদ্যাসগর কখনই খালি পকেটে মানে টাকা ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না। কোন ভিখারিকে তিনি খালি হাতে যেতে দেন নি।[১৯] মানব ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের এই পরোপকারী মনোভাব বিরল। তবে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা অবশ্য শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। যেসব এলাকায় তিনি তাঁর মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন, সেখানকার মানুষ, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণি, এইসকল স্কুল সম্পর্কে উৎসাহী ছিল না। লোকে তখন বুঝে নিয়েছিল যে বাংলা নয়, ইংরেজী শিক্ষাই উন্নতির পাথেয়, অর্থ উপার্জনের চাবিকাঠি। বেদনার সাথে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন দেশীয় শিক্ষার ব্যাপক আগ্রহের অভাব রয়েছে। পরিদর্শনকালে তাঁকে এই চারটি জেলায় নিয়মিত যেতে হত। এইসকল গ্রামাঞ্চলে তাঁর সাথে দেখা হত বনেদী লোকের সাথে, যাদেরকে তিনি অনুরোধ করতেন এলাকায় স্কুল খুলতে। এইভাবেই তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জীর; যিনি স্কুল স্থাপন ও শিক্ষার প্রসারে বেশ সুনাম রেখেছেন।

বাংলায় শিক্ষার প্রসারে পরিদর্শকরূপে বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। এই কাজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রশাসক রূপটি আমরা দেখতে পাই। তাঁর মধ্যে দেখা যায়, হাল

না ছাড়ার মনোভাব, উদ্যম সাহস ও কোথাও মাথা নিচু না করে দ্রুত কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। সেইসময়ে, বিদ্যাসাগর একজন পরিদর্শকরূপে স্বল্পসময়ে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর ফেলে যাওয়া পথ এখনও মানুষের কাছে পাথেয়। তাই একাধারে শিক্ষক, সংস্কারক, প্রশাসক, লেখক ও লোকহিতৈষী হিসাবে বিদ্যাসাগর এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন যে, ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তাঁর মৃত্যুতে দেশের সকলেই শোকাহত হয়েছিল। সংবাদপত্র, পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ ও তাঁর কার্যাবলীর প্রশস্তি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবি ও লেখকগণও তাঁর স্মৃতিতে কবিতা ও রচনা প্রকাশ করেন।

REFERENCES

[1] Purkait, Biswa Ranjan. *Milestones in Modern Indian Education*. Kolkata: New Central Book Agency(p) Ltd, 1992, P. 78.
[2] Letter from Ishwarchandra Sharma to Captain H.C. James, Private Secretary to the Hon'ble the Lieutenant-General of Bengal, dated July 3, 1854; Education Department Consultation, 19 October, 1854, No.118.
[3] *Samvab Prabhakar*, September 6, 1854.
[4] Letter from C. Beadon, Secretary to Government of India (Home) to W. Grey, Secretary to Government of Bengal on February 13, 1855. Progress in Education, May 10, 1855.
[5] Minute by F. J. Halliday, dated April 11, 1855, Education Consultation, May 10, 1855 No.73.
[6] Vidyasagar's letter to W Gordon Young, Director of Public Instruction on October 8, 1855, Education Consultation, November 1, 1855, 51A.
[7] Mitra, Subal Chandra. *Isvar Chandra Vidyasagar*. Calcutta: New Bengal Press, 1902, P. 242
[8] Banerji, B. *Vidyasagar and Vernacular Education-I*, The Modern Review, May 1928, P.655.
[9] Government Reports on Public Instructions, 1855-56, Appendix A, PP.55-56 Quated in I. Mitra, Karuna Sagar, P.187.
[10] Purkait, Biswa Ranjan. *Milestones in Modern Indian Education*. Kolkata: New Central Book Agency(p) Ltd, 1992, P. 77.
[11] Government Reports on Public Instructions, 1855-56, Appendix A, PP.55-57; Quated in A. Guha, Unpublished Letters of Vidyasagar, P.27.
[12] *Samabd Prabhakar*, June 30, 1856.
[13] Government Reports on Public Instructions, 1856-57, Appendix A, PP. 71-76.
[14] Government Reports on Public Instructions in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, 1857-58, Appendix A, PP.178-180.
[15] Mishra, Amalesh Kumar. *Bharatbarsher Char Hazar Bacharer Sikshar Itihas*. Kolkata: Tuhina Prokashani, 2021, P. 359.
[16] Education Consultation June 24, 1858, P. 167.
[17] Majumder, R.C. *Bangladesher Itihas (Adhunik Jug, Vol.3)* , Dhaka: Dibya Prokash, 1971, Reprint in 2018, P. 313.
[18] Pain, Barnali. *Iswar Chandra Vidyasagar: The Misunderstood Other*, Society Language and Culture – A Multidisciplinary Peer-Reviewed Journal First Year I Third Issue I ISSN - 2583-0341 A Unit of Society, Language and Culture Trust, P.107.
[19] Mitra, Subal Chandra. *Isvar Chandra Vidyasagar*. New Bengal Press: Calcutta, 1902, P. 242.